

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, এপ্রিল ২৮, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৩ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নম্বর- ১০১-আইন/২০২৪।—Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর section 102 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়  
প্রারম্ভিক, ইত্যাদি

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ভূমি, প্লট, স্পেস ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ) বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) “আইন” অর্থ Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953);

(খ) “আবেদনপত্র” অর্থ ভূমি, আবাসিক প্লট, বাগিচ্যিক প্লট, বাগিচ্যিক স্পেস, শিল্প প্লট, প্রাতিষ্ঠানিক প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজাদিসহ নির্ধারিত ফরমে দাখিলকৃত আবেদন;

(৯২৪৭)

মূল্য : টাকা ৪০.০০

- (গ) “আবাসিক প্লট” অর্থ কর্তৃপক্ষের কোনো আবাসন প্রকল্পের অনুমোদিত লে-আউট প্লানে চিহ্নিত আবাসিক প্লট অথবা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন যে কোনো উন্নয়নকৃত অনুমোদিত আবাসিক প্লট;
- (ঘ) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Rajdhani Unnayan Karttripakkha);
- (ঙ) “কর্তৃপক্ষের কর্মচারী” অর্থ কর্তৃপক্ষের চাকরিতে স্থায়ী বা প্রেষণে নিয়োজিত কোনো কর্মচারী;
- (চ) “ক্ষতিগ্রস্ত” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের সময় উক্ত ভূমিতে বসতবাড়িসহ স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভূমির মালিক অর্থাৎ যাহার ভূমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ ভূমির মালিক; এবং উক্ত ভূমির মালিকের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
- (ছ) “চেয়ারম্যান” অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;
- (জ) “তফসিল” অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;
- (ঝ) “প্রাতিষ্ঠানিক প্লট” অর্থ বিধি ১৭ এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য নির্ধারিত প্রাতিষ্ঠানিক প্লট; এবং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন আবাসন প্রকল্পের অনুমোদিত লে-আউট প্লানে চিহ্নিত প্রাতিষ্ঠানিক প্লটও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ঞ) “ফ্ল্যাট” অর্থ কর্তৃপক্ষের কোনো আবাসন প্রকল্পের অনুমোদিত লে-আউট প্লানে ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য চিহ্নিত স্থানে নির্মিত বা নির্মাণাধীন ভবনে বসবাসের জন্য নির্ধারিত আবাসিক ফ্ল্যাট অথবা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন উন্নয়নকৃত ভূমিতে বসবাসের জন্য নির্মিত বা নির্মাণাধীন আবাসিক ফ্ল্যাট বা এপার্টমেন্ট;
- (ট) “বরাদ্দ” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বোচ্চ ৯৯ (নিরানব্বই) বৎসরের জন্য বরাদ্দ গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত ইজারা বরাদ্দপত্র;
- (ঠ) “বরাদ্দ গ্রহীতা” অর্থ মূল বরাদ্দ গ্রহীতা, তাহার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী এবং হস্তান্তরমূলে যাহারা পরবর্তীতে গ্রহীতা হইবে তাহারাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
- (ড) “বাণিজ্যিক প্লট” অর্থ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করা বা উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের অনুমোদিত লে-আউট প্লানে চিহ্নিত বাণিজ্যিক প্লট;
- (ঢ) “বাণিজ্যিক স্পেস (commercial space)” অর্থ কর্তৃপক্ষের কোনো প্রকল্পের অনুমোদিত লে-আউট প্লানে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্পেস বা স্থান অথবা মিশ্র ব্যবহারের জন্য নির্মিত ভবনে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য চিহ্নিত স্পেস বা স্থান;

- (গ) “ভূমি” অর্থে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবাসিক বা অনাবাসিক এলাকা গঠনের জন্য পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করা বা উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ভূমি;
- (ত) “মূল অধিবাসী” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের সময় উক্ত ভূমিতে বসতবাড়িসহ স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভূমির মালিক; এবং উক্ত মালিকের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
- (থ) “যাচাই-বাছাই কমিটি” অর্থ ভূমি, আবাসিক প্লট, বাণিজ্যিক প্লট, বাণিজ্যিক স্পেস, শিল্প প্লট, প্রাতিষ্ঠানিক প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিধি ২৬ এর অধীন গঠিত কমিটি; এবং
- (দ) “শিল্প প্লট” অর্থ কর্তৃপক্ষের কোনো প্রকল্পের অনুমোদিত লে-আউট প্লানে চিহ্নিত শিল্প প্লট; এবং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কোনো ভূমিতে অনুমোদিত ও সৃষ্ট শিল্প প্লটও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

### দ্বিতীয় অধ্যায়

#### ভূমি বা আবাসিক প্লট বরাদ্দের আবেদন, ইত্যাদি

৩। ভূমি বা আবাসিক প্লট বরাদ্দের আবেদন, ইত্যাদি।—(১) কর্তৃপক্ষ, উহার আওতাধীন পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করা বা উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত কোনো প্রকল্পের ভূমি বা কোনো আবাসন প্রকল্পের অনুমোদিত লে-আউট প্লানে চিহ্নিত ভূমি বা আবাসিক প্লট বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ভূমি বা আবাসিক প্লট বরাদ্দ প্রদানের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে আবেদন আহ্বান করিয়া এতদসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি অনূন ২ (দুই) টি বহল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে, ক্ষেত্রমত, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথা:—

- (ক) আবেদনকারীর যোগ্যতা;
- (খ) পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করা বা উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত কোনো প্রকল্পের ভূমির বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- (গ) আবাসন প্রকল্পের নাম ও অবস্থান;

- (ঘ) আবাসিক প্লটের আকার ও সংখ্যা;
- (ঙ) আবেদন ফরমের সহিত দাখিলীয় দলিলপত্রের তালিকা এবং আবেদন জমা প্রদান বিষয়ক তথ্য;
- (চ) প্রকল্পের প্রসপেক্টাস, ক্ষেত্রমত, ভূমি বা আবাসিক প্লটের মূল্য, আবেদন ফরম ও উহার মূল্য, জামানতের পরিমাণ, কিস্তি পরিশোধের বিবরণ, আবেদন ফরম প্রাপ্তি ও জমাদানের স্থান ও তারিখ, বা এতদসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি; এবং
- (ছ) অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি।

৪। আবেদন ফরম, কাগজাদি, ইত্যাদি।—(১) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর কোনো ব্যক্তি ভূমি বা আবাসিক প্লট বরাদ্দ গ্রহণ করিতে চাইলে তাহাকে তফসিল-১ এ উল্লিখিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালার অধীন ভূমি বা আবাসিক প্লটের বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক এবং বয়স অন্যান্য ২৫ (পঁচিশ) বৎসর হইতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন ফরমের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) আবেদনকারীর বয়স প্রমাণের জন্য জন্মনিবন্ধন সনদ বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের সার্টিফিকেটের অনুলিপি;
- (খ) জাতীয় পরিচয়পত্র বা হালনাগাদ বাংলাদেশী পাসপোর্টের অনুলিপি;
- (গ) হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক;
- (ঘ) অবিবাহিত আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র;
- (ঙ) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিশ্চিত করিবার জন্য নিকাহনামা বা বিবাহ নিবন্ধনপত্র এবং সহায়ক প্রমাণক হিসাবে জাতীয় পরিচয়পত্র বা বাংলাদেশি পাসপোর্টের অনুলিপি; এবং
- (চ) বিবাহ বিচ্ছেদ প্রমাণের জন্য নিকাহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক ইস্যুকৃত তালাকনামা বা পারিবারিক আদালতের আদেশ এবং, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন ফরমসমূহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যাচাই-বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) যাচাই-বাছাই কমিটি উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত কাগজাদি প্রাপ্তির পর ভূমি বা আবাসিক প্লটের আকার অনুযায়ী বিন্যস্ত করিয়া তালিকা প্রস্তুত করিবে।



(৬) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনসমূহের মধ্য হইতে মূল অধিবাসী, ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্য ক্যাটাগরিতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পৃথকভাবে সংরক্ষণ ও উহার তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদনসমূহ তদবিবেচনায় সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হইলে অনুমোদন করিবে এবং উক্ত অনুমোদনের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে যোগ্য আবেদনকারীদের তালিকা অনূন্য ২ (দুই) টি বহল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

(৮) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মূল অধিবাসী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বয়স প্রমাণ সনদ ও হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে না।

(৯) কোনো ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীন ভূমি বা আবাসিক প্লট বরাদ্দ পাইবার আবেদন করিবার অযোগ্য হইবেন যদি তিনি নিজ নামে বা তাহার স্ত্রী বা স্বামীর নামে ইতোপূর্বে কর্তৃপক্ষের কোনো ভূমি বা আবাসিক প্লট বরাদ্দ পাইয়া থাকেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না, যথা:—

- (ক) আবেদনকারী যদি অন্য কাহারো উপর নির্ভরশীল না হন, তাহার বৈধ আয়ের উৎস থাকে এবং তিনি যদি করদাতা হন; অথবা
- (খ) আবেদনকারী স্বামী বা স্ত্রী উভয়েই মূল অধিবাসী বা ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে আবাসিক প্লট বরাদ্দ পাইয়া থাকেন।

৫। ভূমি বা আবাসিক প্লটের বরাদ্দ বাতিল, ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি।—(১) কোনো ব্যক্তি ভূমি বা আবাসিক প্লটের বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য মিথ্যা ও ভুল তথ্য সংবলিত কোনো আবেদন দাখিল করিলে তাহার আবেদন বাতিল করিতে হইবে এবং তাহার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারীকে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার আবেদন বাতিল করিতে হইবে।

(২) কোনো ভূমি বা আবাসিক প্লট হস্তান্তর গ্রহণ করিবার পর অথবা বরাদ্দ গ্রহীতা বরাদ্দকৃত প্লটটি আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুসারে অন্য কাহারো নিকট হস্তান্তর করিবার পর যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, বরাদ্দ গ্রহীতা মিথ্যা ও ভুল তথ্য প্রদান করিয়া প্লটের বরাদ্দ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত বরাদ্দ ও হস্তান্তর বাতিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বরাদ্দ গ্রহীতাকে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার বরাদ্দ ও হস্তান্তর বাতিল করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে মূল বরাদ্দ গ্রহীতা হস্তান্তর গ্রহীতাকে দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ আদায়ের ক্ষেত্রে হস্তান্তর গ্রহীতা আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫) কর্তৃপক্ষ অবরাদ্দকৃত এবং এই বিধিমালার বিধান অনুসারে বাতিলকৃত ভূমি বা আবাসিক প্লট আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুসরণ করিয়া নূতনভাবে বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

৬। বরাদ্দপত্র প্রদান, দখল, ইজারা দলিল, ইত্যাদি।—(১) কর্তৃপক্ষ বিধি ৪ এর অধীন নির্বাচিত যোগ্য আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ উল্লেখ করিয়া সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রদান করিবে।

(২) বরাদ্দ গ্রহীতা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সাময়িক বরাদ্দপত্রের শর্তসমূহ প্রতিপালন করিয়া এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রথম কিস্তির অর্থ জমা প্রদান করিলে কর্তৃপক্ষ প্রদেয় সমুদয় মূল্য উল্লেখপূর্বক তাহার অনুকূলে চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রে উল্লিখিত সমুদয় মূল্য পরিশোধের পর আবেদনকারীর অনুকূলে আবাসিক প্লটের দখল প্রদান করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত ভূমি বা আবাসিক প্লটের দখল প্রদানের পর চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রাপককে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত অন্যান্য ফি, যদি থাকে, পরিশোধ সাপেক্ষে উক্ত ভূমি বা আবাসিক প্লটের ইজারা দলিল সম্পাদন করিয়া দিবে।

(৫) প্লটের ধরণ ও আকারভেদে ভূমি বা আবাসিক প্লটের সংখ্যা যোগ্য আবেদনকারীর তুলনায় কম হইলে উন্মুক্ত লটারি ও তাৎক্ষণিক ফলাফল প্রকাশের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৭। কোটা সংরক্ষণ।—(১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য, বিচারপতি, সশস্ত্র বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী, সরকারি কর্মচারি, মুক্তিযোদ্ধা, পেশাজীবী, বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী (নিবাসী), সাংবাদিক, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বেসরকারি চাকরিজীবী ও শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, আইনজীবী, আইন ও আইনগত দলিলাদি নিরীক্ষা কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারী, কৃষিবিদ, প্রকৌশলী, স্থপতি, পরিকল্পনাবিদ, চিকিৎসক, মূল অধিবাসী ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আবাসিক প্লট সংরক্ষণ করা যাইবে।

(২) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন যে কোনো প্রকল্পের আবাসিক প্লটে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের জন্য ২% (দুই শতাংশ), গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর বা সংস্থাসমূহের কর্মচারীদের জন্য ২% (দুই শতাংশ) এবং কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য ২% (দুই শতাংশ) কোটা সংরক্ষণ করা যাইবে।

(৩) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, জনস্বার্থে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, আবাসিক প্লট বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

- (ক) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী বা সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি;
- (খ) সংসদ-সদস্য;
- (গ) বীর মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ পরিবারের সরাসরি সদস্য; এবং
- (ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে বা কর্তৃপক্ষের আইন প্রণয়ন বিষয়ক কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন এইরূপ সরকারি কর্মচারী অথবা এমন কোনো পেশাজীবী যিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত না থাকিলেও যাহার কর্মকাণ্ড দ্বারা জনসেবা বা জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বা করিয়াছেন অথবা এমন কোনো ব্যক্তি যিনি জনগণ বা রাষ্ট্রের কল্যাণে বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন অথবা নিবেদিত প্রাণ কোনো সমাজকর্মী বা সমাজসেবক।

৮। মূল্য পরিশোধ।—(১) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা সাময়িক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর যৌক্তিক কারণ ব্যতীত প্রথম কিস্তির অর্থ যথাসময়ে পরিশোধ না করিলে, উক্ত বরাদ্দ গ্রহীতাকে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া তাহার বরাদ্দপত্র বাতিল করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সাময়িক বরাদ্দ গ্রহীতা কোনো যৌক্তিক কারণে প্রথম কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে তাহাকে কিস্তি পরিশোধের শেষ তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কিস্তি পরিশোধের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অঙ্গীকারনামা ও প্রমাণকসহ চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে:

(২) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা কোনো যৌক্তিক কারণে বিধি ৬ এ উল্লিখিত চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রের শর্তানুযায়ী বরাদ্দকৃত প্লটের এক বা একাধিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধের শেষ তারিখ হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে কিস্তি পরিশোধের সুযোগ প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অঙ্গীকারনামাসহ চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা বিধি ৬ এ উল্লিখিত চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রে উল্লিখিত কিস্তিসমূহ নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে এবং সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধের শেষ তারিখ হইতে ৭ (সাত) বৎসর অতিক্রান্ত হইলে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে কোনো কিস্তি পরিশোধ না করিলে বা কিস্তি পরিশোধের কোনো আবেদন না করিলে তাহার প্লটের বরাদ্দ বাতিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত বরাদ্দ গ্রহীতাকে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্লটটি বাতিল করা যাইবে না।



৯। ভূমি বা আবাসিক প্লটে যথাসময়ে বাড়ি নির্মাণ।—(১) ভূমি বা আবাসিক প্লট বরাদ্দ গ্রহীতাকে আবশ্যিকভাবে বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৪) এর অধীন ইজারা দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হইবার পর এবং উপ-বিধি (৩) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে অনধিক ৪ (চার) বৎসরের মধ্যে বসবাস উপযোগী করিয়া বাড়ি নির্মাণ করিতে হইবে।

(২) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বাড়ি নির্মাণ করিতে ব্যর্থ হইলে তাহাকে কর্তৃপক্ষের অনুকূলে প্রতি বৎসরে প্রতি কাঠার জন্য ১০ (দশ) হাজার টাকা করিয়া জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ এই বিধিমালার অধীন অত্যাৱশ্যকীয় ইউটিলিটি সেবাসমূহ যেমন, ভূমি উন্নয়ন, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তা নির্মাণ এবং অনুরূপ বিষয়াদি নিশ্চিত করাসহ বাড়ি নির্মাণের উপযুক্ততার বিষয়টি অনূন ২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবে।

(৪) বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত অত্যাৱশ্যকীয় ইউটিলিটি সেবাসমূহ নিশ্চিত সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার পরও যদি কেহ বাড়ি নির্মাণ না করিয়া থাকে তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত প্লট বরাদ্দ গ্রহীতাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করিবে এবং উক্ত নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্লট বরাদ্দ গ্রহীতা বাড়ি নির্মাণ না করিলে তদকর্তৃক উক্ত প্লটের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য পরিশোধ করিয়া প্লটটি ফেরত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এ বিষয়ে বরাদ্দ গ্রহীতা কোথাও কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেন না।

১০। আবাসিক প্লট ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন।—(১) বরাদ্দ গ্রহীতা বরাদ্দকৃত আবাসিক প্লটটি কেবল দান বা হেবার মাধ্যমে ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করিতে পারিবেন।

(২) বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক কোনো আবাসিক প্লট দান বা হেবা করিবার সময় অনূন ২ (দুই) জন স্বাক্ষর রাখিতে হইবে।

### তৃতীয় অধ্যায়

#### বাণিজ্যিক প্লট বা বাণিজ্যিক স্পেস বরাদ্দের আবেদন, বরাদ্দ প্রদান পদ্ধতি, ইত্যাদি

১১। বাণিজ্যিক প্লট বা বাণিজ্যিক স্পেস সৃজন, মূল্য নির্ধারণ, ইত্যাদি।—(১) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষ বাণিজ্যিক প্লট বা বাণিজ্যিক স্পেস সৃজন করিয়া উহার একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে এবং উহাতে কি প্রকৃতির বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে তাহা নির্দিষ্ট করিবে।

(২) বাণিজ্যিক প্লট বা বাণিজ্যিক স্পেসসমূহ নিলামের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে এবং অনূন ২ (দুই) টি বহল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে।



(৩) কর্তৃপক্ষ, উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে নিম্নবর্ণিত স্থাপনার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক প্লট বা বাণিজ্যিক স্পেস বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

- (ক) পেট্রোল বা ডিজেল পাম্প, এলপিগি, সিএনজি বা ইলেক্ট্রিক চার্জিং স্টেশন;
- (খ) শপিং মল;
- (গ) কনভেনশন ও কমিউনিটি সেন্টার;
- (ঘ) আবাসিক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট;
- (ঙ) ব্যবসায়িক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়;
- (চ) গ্যারেজ বা পার্কিং স্পেস;
- (ছ) দোকান, বাজার বা সুপার শপ; এবং
- (জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাণিজ্যিক হিসেবে নির্ধারিত অন্য কোনো স্থাপনা।

(৪) ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে ব্যয়িত অর্থের সহিত লভ্যাংশ এবং বিদ্যমান বাজারদর বিবেচনা করিয়া বাণিজ্যিক প্লটের ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্যিক প্লটের ভিত্তিমূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে, সময় সময়, এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত কমিটি ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে ব্যয়িত অর্থের সহিত লভ্যাংশ, প্রচলিত বাজার দর এবং সংশ্লিষ্ট স্থানের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক বাণিজ্যিক প্লটের মূল্য নির্ধারণের সুপারিশ করিয়া অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

(৭) বাণিজ্যিক প্লট বা বাণিজ্যিক স্পেস বরাদ্দের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ভিত্তিমূল্যের নিম্ন কোনো দর গ্রহণ করা যাইবে না।

১২। বাণিজ্যিক প্লট বা বাণিজ্যিক স্পেস বরাদ্দের আবেদন, নিলাম কমিটি, ইত্যাদি।—(১) বাণিজ্যিক প্লটের নিলামে অংশগ্রহণকারীকে তফসিল-২ এ উল্লিখিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদন ফরমের সহিত, প্রযোজ্যতা অনুযায়ী, নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) জামানতের অর্থ প্রদানের প্রমাণক;
- (খ) আবেদনকারীর ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্টের অনুলিপি;
- (গ) ট্রেড লাইসেন্সের অনুলিপি;
- (ঘ) অনূন্য ১০ (দশ) লক্ষ টাকার বাৎসরিক আয়কর প্রদানের প্রমাণক;

- (ঙ) ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্য হিসেবে নিবন্ধনের প্রমাণক;
- (চ) বয়স প্রমাণের সনদ (ব্যক্তি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে বয়স অনূন ২৫ (পঁচিশ) বৎসর);
- (ছ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (Office of the Registrar of Joint Stock Companies and Firms) বা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Investment Development Authority) বা সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধিত হইবার স্বপক্ষে হালনাগাদ প্রত্যয়নপত্র;
- (জ) ভ্যাট নিবন্ধন প্রত্যয়ন; এবং
- (ঝ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো দলিলাদি।

(২) কর্তৃপক্ষ এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী বাণিজ্যিক প্লট বা বাণিজ্যিক স্পেস নিলাম করিবার জন্য, সময় সময়, নিলামের শর্ত নির্ধারণ করিতে এবং এক বা একাধিক নিলাম কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৩। বাণিজ্যিক প্লটের কিস্তি পরিশোধের পদ্ধতি।—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নিলামে অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ দরদাতা সমুদয় মূল্য এককালীন অথবা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কিস্তিতে পরিশোধ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিলাম সম্পন্ন হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সমুদয় মূল্য অথবা প্রথম কিস্তি পরিশোধ করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ গ্রহণ করিতে হইলে এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে কিস্তি ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) সর্বোচ্চ দরদাতা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে সমুদয় মূল্য বা ৩য় কিস্তি পরিশোধের তারিখ হইতে অনধিক ১ (এক) মাসের মধ্যে উদ্বৃত্ত কিস্তি ফি পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সর্বোচ্চ দরদাতাকে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার বরাদ্দ বাতিল করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো বরাদ্দ বাতিল করা হইলে বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) এর প্রমাণকমূলে জমাকৃত জামানতের অর্থ হইতে ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) অর্থ কর্তন করিয়া অবশিষ্ট অর্থ এককালীন পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) অনুমোদিত সর্বোচ্চ দরদাতা কোনো যৌক্তিক কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক বা একাধিক কিস্তি পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধের শেষ তারিখ হইতে অনধিক ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কিস্তি পরিশোধের জন্য এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত অঙ্গীকারনামা ও প্রমাণকসহ চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করিতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৬) বিধি ১২ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন নির্ধারিত নিলামের শর্ত লঙ্ঘন করা হইলে বরাদ্দকৃত বাণিজ্যিক প্লট বা বাণিজ্যিক স্পেস বাতিল করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সর্বোচ্চ দরদাতাকে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্লটটি বাতিল করা যাইবে না।

(৭) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৬) এর বিধান অনুসারে বাতিলকৃত বাণিজ্যিক প্লট বা বাণিজ্যিক স্পেস এই বিধিমালার বিধান অনুসরণ করিয়া পুনরায় বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

(৮) এই বিধিমালার বিধান অনুসারে বরাদ্দকৃত বাণিজ্যিক প্লটে ইজারা দলিল অনুসারে নির্ধারিত সময়ে ইমারত নির্মাণ না করিলে তফসিল-৬ অনুযায়ী জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।

#### চতুর্থ অধ্যায়

#### শিল্প প্লট বরাদ্দের আবেদন, পদ্ধতি, ইত্যাদি

১৪। শিল্প প্লট সৃজন, মূল্য নির্ধারণ, ইত্যাদি।—(১) কর্তৃপক্ষ বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় (Detailed Area Plan) চিহ্নিত শিল্প এলাকায় ভূমি উন্নয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিল্প প্লট সৃজন করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে ব্যয়িত অর্থের সহিত লভ্যাংশ এবং বিদ্যমান বাজার দর বিবেচনা করিয়া শিল্প প্লটের ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৫। শিল্প প্লটের জন্য আবেদন, কাগজাদি, ইত্যাদি।—(১) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বা মনোনীত ব্যক্তি শিল্প প্লট বরাদ্দ পাইবার জন্য তফসিল-৩ এ উল্লিখিত ফরমে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা কর্তৃক নিবন্ধিত হইতে হইবে।



(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন ফরমের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, উৎপাদন ক্ষমতা এবং ন্যূনতম ভূমির চাহিদার বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র;
- (খ) আবেদনকারীর ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্টের অনুলিপি;
- (গ) ট্রেড লাইসেন্সের অনুলিপি;
- (ঘ) হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক;
- (ঙ) হালনাগাদ ভ্যাট প্রত্যয়নপত্র; এবং
- (চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো দলিলাদি।

(৪) শিল্প প্লটসমূহ নিলামের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে এবং অন্যান্য ২ (দুই) টি বহল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত নিলামের জন্য কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, নিলামের শর্ত নির্ধারণ করিতে এবং এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৬) এই বিধির অধীন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থার সুপারিশ সাপেক্ষে, যদি থাকে, নির্বাচিত আবেদনকারীকে, ন্যূনতম ভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, সর্বোচ্চ ২ (দুই) টি শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, একই প্রকৃতির এবং একই নামে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের নামে সর্বোচ্চ ২ (দুই) টির অধিক প্লট বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে না।

(৭) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শিল্প প্লট যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে না পারিলে তফসিল-৬ অনুযায়ী জরিমানা প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত শিল্প প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিলামমূলে বরাদ্দ প্রাপককে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার বরাদ্দ বাতিল করা যাইবে না।

(৮) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৭) এর বিধান অনুসারে বাতিলকৃত শিল্প প্লট এই বিধিমালার বিধান অনুসরণ করিয়া পুনরায় অন্য কোনো উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

১৬। শিল্প ঋণ গ্রহণ।—(১) শিল্প প্লট গ্রহীতা, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, তফসিলভুক্ত যে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি গ্রহণ ব্যতীত উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধকী প্লট কোনোভাবে বিলিবন্টন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

## পঞ্চম অধ্যায়

## প্রাতিষ্ঠানিক প্লট বরাদ্দের আবেদন, বরাদ্দ প্রদান পদ্ধতি, ইত্যাদি

১৭। প্রাতিষ্ঠানিক প্লট সৃজন।—কর্তৃপক্ষ যে কোনো আবাসিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রকল্প এলাকায়, জনস্বার্থে, নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্লট সৃজন ও সংরক্ষণ করিতে পারিবে, যথা:—

- (ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান;
- (খ) হাসপাতাল, ক্লিনিক বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান;
- (গ) ধর্মীয় উপাসনালয়;
- (ঘ) এতিমখানা;
- (ঙ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নির্মিত প্রতিষ্ঠান;
- (চ) প্রবীণ নিবাস;
- (ছ) ডে কেয়ার সেন্টার;
- (জ) সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত সামাজিক সংগঠন, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সমিতি বা পেশাজীবী সংগঠন;
- (ঝ) মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা সংস্থার কার্যালয়; এবং
- (ঞ) সরকারের পূর্বনুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান।

১৮। প্রাতিষ্ঠানিক প্লটের জন্য আবেদন, ইত্যাদি।—(১) প্রাতিষ্ঠানিক প্লটের জন্য তফসিল-৪ এ উল্লিখিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদন ফরমের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) জামানতের অর্থ জমাদানের রশিদ বা প্রমাণক;
- (খ) আবেদনকারীর ছবি;
- (গ) জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্টের অনুলিপি;
- (ঘ) ট্রেড লাইসেন্সের অনুলিপি;
- (ঙ) হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক ;
- (চ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সরকারি সংস্থার নিবন্ধন সনদ;
- (ছ) ১০ (দশ) বৎসরের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রাক অভিজ্ঞতা বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র; এবং
- (জ) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্য কোনো দলিলাদি।

(২) কর্তৃপক্ষ, প্রাতিষ্ঠানিক প্লটের ভিত্তিমূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে, সময় সময়, এক বা একাধিক কমিটি গঠন পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত কমিটি ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে ব্যয়িত অর্থের সহিত লভ্যাংশ, প্রচলিত বাজার দর এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক প্রাতিষ্ঠানিক প্লটের মূল্য নির্ধারণের সুপারিশ করিয়া অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রসপেক্টাসে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক প্রাতিষ্ঠানিক প্লট বরাদ্দের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) যাচাই-বাছাই কমিটি প্রাথমিকভাবে সঠিক বলিয়া বিবেচিত আবেদনপত্র প্রতিবেদন আকারে চেয়ারম্যান বরাবরে প্রেরণ করিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত আবেদনকারীদের মধ্য হইতে প্রাথমিকভাবে যোগ্য বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বাচন করিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত আবেদনকারী বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হইতে অভিজ্ঞতা এবং প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব মূল্যায়ন করিয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্লট বরাদ্দের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করিতে হইবে এবং তদনুসারে প্রাতিষ্ঠানিক প্লট বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে।

১৯। প্রাতিষ্ঠানিক প্লট বরাদ্দের অন্যান্য শর্তাবলি।—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্লট বরাদ্দ গ্রহণ করিতে হইবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহার কিস্তি পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) প্রাতিষ্ঠানিক প্লট যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হইবে সেই উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করা যাইবে না বা উহার শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না।

(৩) কর্তৃপক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক প্লটের জন্য বরাদ্দযোগ্য ভূমির পরিমাণ ও অবস্থান নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

(৪) প্রাতিষ্ঠানিক প্লটের মধ্যে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যে অংশে খেলার মাঠ ও ভবন নির্মাণের জন্য ভূমি চিহ্নিত করা রহিয়াছে সেইভাবেই উক্ত ভূমি ব্যবহার করিতে হইবে।

(৫) প্রাতিষ্ঠানিক প্লটের দখল প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৪ (চার) বৎসরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করিতে হইবে এবং অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে চালু করিতে হইবে।

(৬) যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হইবে সেই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে না পারিলে তাহা কর্তৃপক্ষ বরাবর ফেরত প্রদান করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ জামানত হিসেবে জমাকৃত অর্থ হইতে তদকর্তৃক নির্ধারিত প্রশাসনিক খরচ কর্তন করিয়া অবশিষ্ট জামানতসহ সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিবে।



(৭) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত ফেরত প্রাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্লট এই বিধিমালার বিধান অনুসরণ করিয়া পুনরায় অন্য কোনো উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

**ব্যাখ্যা।**—এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে “খেলার মাঠ” অর্থ কর্তৃপক্ষের অধীন কোনো প্রকল্পের অনুমোদিত লে-আউট প্লানে চিহ্নিত খেলার মাঠ, এবং মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নম্বর আইন) এর ধারা ২ এর দফা (ঘ) এ সংজ্ঞায়িত খেলার মাঠও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

#### ষষ্ঠ অধ্যায়

#### ফ্ল্যাট বরাদ্দের আবেদন, বরাদ্দ প্রদান পদ্ধতি, ইত্যাদি

২০। ফ্ল্যাট বরাদ্দ, ইত্যাদি।—(১) কর্তৃপক্ষ যে কোনো আবাসিক প্রকল্পে অধিক সংখ্যক জনগণের আবাসন ব্যবস্থা করিবার জন্য উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যম ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য এক বা একাধিক এলাকা বা ব্লক আকারে ভবন নির্মাণ করিয়া ফ্ল্যাট বরাদ্দ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য অনূন ২ (দুই) টি বহল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে কোনো ব্যক্তি ফ্ল্যাটের বরাদ্দ গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাকে তফসিল-৫ এ উল্লিখিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাই করিয়া লটারির মাধ্যমে ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে।

২১। ফ্ল্যাটের কোটা সংরক্ষণ, কিস্তি পরিশোধ, ইত্যাদি।—(১) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন যে কোনো প্রকল্পে নির্মিত ফ্ল্যাটের মোট সংখ্যার ১০% (দশ শতাংশ) সরকারি কর্মচারীদের জন্য, ৩% (তিন শতাংশ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক বরাদ্দের জন্য, ৩% (তিন শতাংশ) চেয়ারম্যান কর্তৃক বরাদ্দের জন্য এবং ২% (দুই শতাংশ) কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নীতিমালা প্রণয়ন করিয়া উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সংরক্ষিত ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফ্ল্যাটের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) মূল্য কিস্তিতে পরিশোধের পর অবশিষ্ট ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) মূল্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া পরবর্তী ১৫ (পনেরো) বৎসরের কিস্তিতে, অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-বিধি (১) এর অধীন বরাদ্দ প্রাপক সরকারি কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষের কর্মচারীর বেতন হইতে সময়ে সময়ে যে পরিমাণ টাকা বাড়ি ভাড়া হিসাবে কর্তন করা হয় সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ টাকা তাহার মাসিক কিস্তি হিসাবে কর্তন করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চাকরিকাল হিসাব করিয়া তাহার উপর কিস্তি আরোপ করিতে পারিবে।

(৫) কোনো কর্মচারী স্বেচ্ছায় চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাহার অবসরের দিন হইতে তাহাকে ব্যক্তি বরাদ্দ গ্রহীতার ন্যায় কিস্তি পরিশোধ করিতে হইবে।

২২। আবাসিক ফ্ল্যাটের মূল্য নির্ধারণ, ইত্যাদি।—(১) কর্তৃপক্ষ আবাসিক ফ্ল্যাটের মূল্য নির্ধারণের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কমিটি প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা করিয়া আবাসিক ফ্ল্যাটের মূল্য নির্ধারণ ও কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ করিবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ বা সরকারের অন্য কোনো সংস্থা বা বেসরকারি হাউজিং কোম্পানির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে।

(৩) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা প্রাথমিক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর জামানত হিসেবে জমাকৃত টাকা সমন্বয়ের পর পরবর্তী কিস্তির অর্থ ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পরিশোধ না করিলে তিনি উক্ত ফ্ল্যাট গ্রহণে ইচ্ছুক নয়-মর্মে বিবেচনা করিয়া তাহার ফ্ল্যাটের বরাদ্দ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বরাদ্দগ্রহীতা কোনো যৌক্তিক কারণে যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার কারণে কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করিতে পারিলে অথবা বরাদ্দ গ্রহীতার মৃত্যুজনিত কারণে তাহার ওয়ারিশগণ, নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই সময় বৃদ্ধি করিবার আবেদন করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, প্রাথমিক বরাদ্দ গ্রহীতাকে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার বরাদ্দ বাতিল করা যাইবে না।

(৪) বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাটের মূল্য চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে এবং কোনো আবেদনকারী ফ্ল্যাটের সমুদয় মূল্য এককালীন পরিশোধে আগ্রহী হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে কিস্তি ফি সংক্রান্ত সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধে আগ্রহী বরাদ্দ গ্রহীতাদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৬) সাময়িক ও চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতা ফ্ল্যাটের কিস্তি পরিশোধ না করিলে কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ বাতিল করিতে পারিবে এবং জমাকৃত মূল্য হইতে অবচয় কর্তন করিয়া অবশিষ্ট মূল্য বরাদ্দ গ্রহীতাকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বরাদ্দ গ্রহীতাকে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার বরাদ্দ বাতিল করা যাইবে না।

(৭) কোনো নির্বাচিত আবেদনকারীকে যদি কোনো কারণে তাহার আবেদন অনুযায়ী প্রার্থিত আয়তনের ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব না হয় এবং তিনি অন্য আয়তনের ফ্ল্যাটের বরাদ্দ গ্রহণে সম্মত থাকেন এবং অনুরূপ আয়তনের বরাদ্দযোগ্য ফ্ল্যাট থাকে তাহা হইলে তাহাকে যথাসম্ভব উপযুক্ত আয়তনের ফ্ল্যাট বরাদ্দ করিতে হইবে।

(৮) আবাসিক হিসেবে বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাট অনাবাসিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বা বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাটের শ্রেণি কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাইবে না।

(৯) কোনো ফ্ল্যাট বরাদ্দ গ্রহীতা তাহার অনুকূলে বরাদ্দকৃত আবাসিক ফ্ল্যাটটি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিলে বা শ্রেণি পরিবর্তন করিলে উক্ত ফ্ল্যাটের বরাদ্দ বাতিল করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আবাসিক ফ্ল্যাটের বরাদ্দ গ্রহীতাকে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার বরাদ্দ বাতিল করা যাইবে না।

২৩। নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ফ্ল্যাট বরাদ্দ।—(১) কর্তৃপক্ষ নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় চিহ্নিত এলাকায় বা কর্তৃপক্ষের কোনো আবাসন প্রকল্পের অনুমোদিত লে-আউট প্লানে চিহ্নিত স্থানে ভবন নির্মাণ করিয়া সাশ্রয়ী মূল্যে নির্ধারণ করিয়া ভাড়া বা মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন বরাদ্দ প্রাপকের ন্যূনতম বাৎসরিক আয় কত হইতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নিম্ন আয়ের ব্যক্তিকে ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার বাৎসরিক আয়ের বিষয়ে এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।



সপ্তম অধ্যায়  
বিবিধ

২৪। ফি পরিশোধ।—কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ভূমি বা আবাসিক প্লট, বাণিজ্যিক প্লট, বাণিজ্যিক স্পেস, শিল্প প্লট, প্রাতিষ্ঠানিক প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য জামানত, হস্তান্তর, নামজারি, আমমোক্তারনামা, জরিমানা, রূপান্তর বা অনুরূপ বিষয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তফসিল-৬ অনুযায়ী ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

২৫। আবেদন ফরমের মূল্য নির্ধারণ।—কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, ভূমি, আবাসিক প্লট, বাণিজ্যিক প্লট, বাণিজ্যিক স্পেস, শিল্প প্লট, প্রাতিষ্ঠানিক প্লট, স্পেস ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদন ফরমের মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৬। যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন, ইত্যাদি।—(১) কর্তৃপক্ষ ভূমি, আবাসিক প্লট, বাণিজ্যিক প্লট, বাণিজ্যিক স্পেস, শিল্প প্লট, প্রাতিষ্ঠানিক প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদনসমূহ বাছাই এবং সুপারিশ প্রদানের জন্য এক বা একাধিক যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত যাচাই-বাছাই কমিটির আহ্বায়ক হইবেন কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য এবং উক্ত কমিটিতে আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর বা সংস্থার প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ যাচাই-বাছাই কমিটির সদস্য সংখ্যা ও কার্যপরিধি, আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের সময়কাল এবং সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রেরণের সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) যাচাই-বাছাই কমিটি আইন এবং এই বিধিমালার বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করিবার পর প্রাথমিকভাবে যোগ্য আবেদনকারীর তালিকা সুপারিশসহ চেয়ারম্যান বরাবরে প্রেরণ করিবে।

(৫) যাচাই-বাছাই কমিটি কোনো অনিবার্য কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করিতে না পারিলে, উক্ত কমিটির আহ্বায়ক কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্য দিবসের মধ্যে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে পারিবেন এবং তৎসম্পর্কে চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে আবেদন যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যাচাই-বাছাই কমিটির আহ্বায়ক উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়টি চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং চেয়ারম্যান এ বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

২৭। অসুবিধা দুরীকরণ।—এই বিধিমালার বিধানাবলি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, উক্ত অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দূর করিবার জন্য, সরকারি গেজেটের প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার বিধানাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ আদেশ জারি করিতে পারিবে।

২৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) Rajdhani Unnayan Katripakha (Land Allotment) Rules, 1969, অতঃপর উক্ত Rules বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Rules এর অধীন—

- (ক) কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, জারীকৃত কোনো আদেশ, প্রদত্ত কোনো নোটিশ এই বিধিমালার অধীন কৃত, গৃহীত, জারীকৃত বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং
- (খ) কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা, যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

তফসিল-১  
[বিধি ৪ (১) দ্রষ্টব্য]



রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
[www.rajuk.gov.bd](http://www.rajuk.gov.bd)

“.....” আবাসিক এলাকায়

ভূমি বা আবাসিক প্লট বরাদ্দের  
আবেদন ফরম

প্লটের আয়তন ...../...../..... কাঠা

আবেদনকারীর পাসপোর্ট  
সাইজের সত্যায়িত ০২  
(দুই) কপি সাম্প্রতিক  
রঙিন ছবি

- ১। আবেদনকারীর নাম (বাংলায়) : .....
- (ইংরেজিতে) : .....
- ২। (ক) পিতার নাম (বাংলায়) : .....
- (ইংরেজিতে) : .....
- (খ) মাতার নাম (বাংলায়) : .....
- (ইংরেজিতে) : .....
- ৩। স্বামী/স্ত্রীর নাম (বাংলায়) : .....
- (ইংরেজিতে) : .....
- ৪। জন্ম তারিখ [এস.এস.সি./সমমানের সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট অনুযায়ী]: .....
- ৫। বয়স (আবেদনের শেষ তারিখ অনুযায়ী) : .....
- ৬। আবেদনকারীর (নিজ নামে) ব্যাংকের হিসাব নম্বর: .....
- ব্যাংক : .....
- শাখা : .....
- Swift Code No: .....
- Routing No : .....



- ৭। (ক) বর্তমান ঠিকানা (বাংলায়) : .....
- (খ) বর্তমান ঠিকানা (ইংরেজিতে) : .....
- ৮। মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল : .....
- ৯। (ক) স্থায়ী ঠিকানা (বাংলায়) : .....
- (খ) স্থায়ী ঠিকানা (ইংরেজিতে) : .....
- ১০। পেশা : .....
- ১১। পেশার বিবরণ (আবেদনকারী প্রযোজ্য অংশ পূরণ করিবেন)
- (ক) পদের নাম (চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে) : .....
- (খ) অফিস/সংস্থার নাম ((চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে) : .....
- (গ) ট্রেড লাইসেন্স এর নম্বর ও তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):.....
- (ঘ) অন্যান্য : .....
- ১২। ই-টিআইএন নম্বর : .....
- ১৩। হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক : .....
- ১৪। (ক) আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস ক্রয়ের মূল রশিদ নম্বর ও তারিখ (মূল রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে) : .....
- (খ) চেয়ারম্যান, রাজউক হিসাব বরাবরে জমাকৃত বাংলাদেশী মুদ্রায় জামানতের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/ডিডি নম্বরঃ
- .....
- (গ) বিদেশি মুদ্রায় জামানতের অর্থ (মার্কিন ডলার/ইউরো) [চেয়ারম্যান, রাজউক এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/টিটি/ডিডি আকারে জমা করিবার ব্যাংক রশিদ নম্বর ও তারিখ (মূল রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে)] :.....

আমি অঙ্গিকার করিতেছি যে, ক্রমিক নম্বর ০১ হতে ১৪ তে বর্ণিত তথ্যসমূহ নির্ভুল ও সত্য।

মোট.....ফর্দ।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনের তারিখ : .....

আবেদন ফরমের সহিত নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবেঃ

- ১। আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস ক্রয়ের মূল ব্যাংক রশিদ।
- ২। জমাকৃত জামানতের মূল ব্যাংক রশিদ/ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার।
- ৩। বয়স প্রদানের সনদ (ব্যক্তি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে বয়স কমপক্ষে ২৫ বৎসর হইতে হইবে)।
- ৪। আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি।
- ৫। জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট এর সত্যায়িত প্রতিলিপি (সত্যায়নকারীর নাম ও মোবাইল নম্বরসহ)।
- ৬। ই-টিআইএন সার্টিফিকেটের অনুলিপি।
- ৭। হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক।
- ৮। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্য কোনো দলিলাদি।

বিঃ দ্রঃ-(১) আবেদনকারীকে অবশ্যই জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের অনুরূপ স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।

(২) আবেদন ফরমের সহিত প্রসপেক্টাসে বর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারীকে দাখিলকৃত আবেদন ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্রের অনুলিপি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

তফসিল-২  
[বিধি ১২ (১) দ্রষ্টব্য]



রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
[www.rajuk.gov.bd](http://www.rajuk.gov.bd)

রাজউকের.....প্রকল্পে বাণিজ্যিক প্লট/বাণিজ্যিক স্পেস বরাদ্দের আবেদন ফরম

ক্যাটাগরি	
-----------	--

ক্রমিক নম্বর	
--------------	--

আবেদনকারীর পাসপোর্ট  
সাইজের সত্যায়িত ০২  
(দুই) কপি সাম্প্রতিক  
রঙিন ছবি

- ১। চালুকৃত/প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নাম : .....
- ২। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রধান/চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নাম  
(ইংরেজিতে) : .....  
(বাংলায়) : .....
- ৩। বর্তমান ঠিকানা  
(ইংরেজিতে) : .....  
(বাংলায়) : .....
- ৪। স্থায়ী ঠিকানা  
(ইংরেজিতে) : .....  
(বাংলায়) : .....
- ৫। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ফোন নম্বর : .....
- ৬। মোবাইল নম্বর : .....



- ৭। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নামে জমাকৃত জামানতের অর্থ কোন্ ব্যাংকের মাধ্যমে ফেরত লইবেন সেই ব্যাংক হিসাব নম্বর : .....
- ব্যাংক : .....
- শাখা : .....
- Swift Code No: .....
- Routing No : .....
- (নির্বাচিত না হইলে জামানতের অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে)।
- ৮। কি ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে : .....
- আগ্রহী উহার বিস্তারিত বিবরণ : .....
- (অতিরিক্ত পৃষ্ঠা সংযোজন : .....
- করা যাইবে) : .....
- ৯। প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার : .....
- বিবরণ (চালুকৃত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য : .....
- হইবে এবং ..... অর্থ বৎসরের : .....
- অডিট প্রতিবেদন মোতাবেক) : .....
- ১০। প্রস্তাবিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি/তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে এবং তথ্যাদির সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।
১. প্রতিষ্ঠান প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা : .....
২. প্রশাসনিক যোগ্যতা : .....
৩. বর্তমান পেশার ধরন : .....
৪. বাৎসরিক আয় : .....
৫. আয়ের উৎস (দেশি/বিদেশি) : .....
- (অর্থ প্রাপ্তির উৎস যদি কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান/বিদেশী সাহায্যে হয় তবে তাহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তিনামা/Deed of Agreement এর কপি দাখিল করিতে হইবে)।
৬. পূর্ব অভিজ্ঞতা : .....
৭. নাগরিকত্ব : .....
৮. প্রতিষ্ঠান প্রধান/চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ই-টিআইএন : .....(.....কর বৎসরের/হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক এবং আইটি ১০ বি এর সার্টিফাইড কপি দাখিল করিতে হইবে)।
- ১১। আবেদনকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংবলিত প্রজেক্ট প্রোফাইল সংযুক্ত করিতে হইবে।

১২। ক্যাটাগরিঃ (সংশ্লিষ্ট ঘরে স্বাক্ষর দিন, একাধিক ঘরে স্বাক্ষর করিলে আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।)

১।	সিনেমা হল;		৭।	গুদাম;	
২।	পেট্রোল/ডিজেল পাম্প, এলপিজি, সিএনজি, ইলেকট্রিক চার্জিং মেশিন;		৮।	গ্যারেজ/পার্কিং স্পেস;	
৩।	শপিং মল;		৯।	বাজার বা সুপারশপ;	
৪।	কনভেনশন/কমিউনিটি সেন্টার;		১০।	দোকান;	
৫।	আবাসিক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট;		১১।	কর্তৃপক্ষের বাণিজ্যিক হিসাবে নির্ধারিত অন্যান্য স্থাপনা	
৬।	ব্যবসায়িক/শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়		১২।		

১৩। অতিরিক্ত তথ্য (অতিরিক্ত পৃষ্ঠা সংযোজন করা যাইবে) :.....

১৪। আবেদন ফরমের সহিত সংযুক্ত পত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে:.....

১৫। আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস ক্রয়ের মূল রশিদ নম্বর :.....

১৬। চেয়ারম্যান, রাজউক বরাবরে জমাকৃত জামানতের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নম্বর :.....

(ক) বাংলাদেশি মুদ্রায় জামানতের টাকা “চেয়ারম্যান, রাজউক” এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট আকারে জমা প্রদানের ব্যাংক রশিদ নম্বরঃ

(খ) বিদেশি মুদ্রায় জামানতের অর্থ (মার্কিন ডলার/ইউরো) [চেয়ারম্যান, রাজউক এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/টিটি/ডিডি আকারে জমা করিবার ব্যাংক রশিদ নম্বর ও তারিখ (মূল রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে)] :

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপরি-উক্ত তথ্যসমূহ নির্ভুল ও সত্য।

মোট : .....ফর্দ

আবেদনের তারিখঃ .....

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান/চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা  
পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/মনোনীত প্রতিনিধির  
স্বাক্ষর ও সীল

আবেদন ফরমের সহিত নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী):

- ১। আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস ক্রয়ের মূল ব্যাংক রশিদ।
- ২। জমাকৃত জামানতের মূল ব্যাংক রশিদ/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার।
- ৩। বয়স প্রদানের সনদ (ব্যক্তি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে বয়স কমপক্ষে ২৫ বৎসর হইতে হইবে)।
- ৪। আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি।
- ৫। জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট এর সত্যায়িত প্রতিলিপি (সত্যায়নকারীর নাম ও মোবাইল নম্বরসহ)।
- ৬। ই-টিআইএন সার্টিফিকেটের অনুলিপি।
- ৭। হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক।
- ৮। ট্রেড লাইসেন্সের অনুলিপি।
- ৯। কমপক্ষে ১০ (দশ) লক্ষ টাকার বাৎসরিক আয়কর প্রদানের প্রমাণক (কর্তৃপক্ষ সময় সময় আয়করের পরিমাণ পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবেন)।
- ১০। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্য হিসেবে নিবন্ধন পত্র (যেমন: এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ বা অনুরূপ ব্যবসায়িক সংগঠন বা সমিতি ইত্যাদি)।
- ১১। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (Office of the Registrar of Joint Stock Companies and Firms) বা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Investment Development Authority) বা সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধিত হইবার স্বপক্ষে হালনাগাদ প্রত্যয়নপত্র।
- ১২। ভ্যাট নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র।
- ১৩। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্য কোনো দলিলাদি।

বিঃ দ্রঃ-(১) আবেদনকারীকে অবশ্যই জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের অনুরূপ স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।

(২) আবেদন ফরমের সহিত প্রসপেক্টাসে বর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারীকে দাখিলকৃত আবেদন ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্রের অনুলিপি সংরক্ষণ করিতে হইবে।



তফসিল-৩  
[বিধি ১৫ (১) দ্রষ্টব্য]



রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
[www.rajuk.gov.bd](http://www.rajuk.gov.bd)

রাজউকের ..... প্রকল্পে শিল্প প্লট বরাদ্দের আবেদন ফরম

ক্যাটাগরি

ক্রমিক নম্বর

আবেদনকারীর পাসপোর্ট  
সাইজের সত্যায়িত ০২  
(দুই) কপি সাম্প্রতিক  
রঙিন ছবি

- ১। চালুকৃত/প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম : .....
- ২। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রধান/চেয়ারম্যান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম  
(ইংরেজিতে) : .....  
(বাংলায়) : .....
- ৩। বর্তমান ঠিকানা  
(ইংরেজিতে) : .....  
(বাংলায়) : .....
- ৪। স্থায়ী ঠিকানা  
(ইংরেজিতে) : .....  
(বাংলায়) : .....
- ৫। আবেদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ফোন নম্বর: .....

৬। আবেদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে জমাকৃত জামানতের অর্থ কোন ব্যাংকের মাধ্যমে ফেরত লইবেন উক্ত ব্যাংক হিসাব নম্বর

ব্যাংক : .....

শাখা : .....

Swift Code No: .....

Routing No : .....

Swift Code No..(যদি থাকে).....Routing (যদি থাকে).....

(নির্বাচিত না হইলে জামানতের অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে)

৭। শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ (চালুকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে) এবং অর্থ বৎসরের ..... অডিট প্রতিবেদন মোতাবেক) .....

৮। প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে এবং তথ্যাদির সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে:

১. শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা :.....

২. প্রশাসনিক যোগ্যতা :.....

৩. বর্তমান পেশার ধরন :.....

৪. বাৎসরিক আয় :.....

৫. আয়ের উৎস (দেশি/বিদেশি) :.....

[অর্থ প্রাপ্তির উৎস যদি কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান/বিদেশি সাহায্য হয় তবে তাহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তিনামা/Deed of Agreement এর অনুলিপি দাখিল করিতে হইবে।]

৬. পূর্ব অভিজ্ঞতা :.....

৭. নাগরিকত্ব :.....

৮. প্রতিষ্ঠানের প্রধান/চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ই-টিআইএন :.....(.....কর বৎসরের/হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক এবং আইটি ১০ বি এর সার্টিফাইড কপি দাখিল করিতে হইবে)।

৯। বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে Joint Venture (JV) এর ক্ষেত্রে Deed of Agreement এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধনের অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

- ১০। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংবলিত প্রজেক্ট প্রোফাইল সংযুক্ত করিতে হইবে।
- ১১। অতিরিক্ত তথ্য (অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন করা যাইবে)।
- ১২। আবেদন ফরমের সহিত সংযুক্ত পত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে।
- ১৩। বরাদ্দকৃত প্লট যে কারণে বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে সেই শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে উহা রাজউক বরাবর ফেরত প্রদান করিতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই অন্যত্র হস্তান্তর করা যাইবে না কিংবা আম-মোক্তার নিয়োগ করা যাইবে না, এই মর্মে ৩০০/- (টাকা তিনশত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প অঙ্গীকারনামা দাখিল করিতে হইবে।
- ১৪। আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস ক্রয়ের মূল রশিদ নম্বরঃ.....
- ১৫। চেয়ারম্যান, রাজউক বরাবরে জমাকৃত জামানতের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নম্বর :.....
- (ক) বাংলাদেশী মুদ্রায় জামানতের টাকা “চেয়ারম্যান, রাজউক” এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট আকারে জমা করিবার ব্যাংক রশিদ নম্বরঃ .....
- (খ) বিদেশী মুদ্রায় জামানতের অর্থ (মার্কিন ডলার/ইউরো) [চেয়ারম্যান, রাজউক এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/টিটি/ডিডি আকারে জমা করিবার ব্যাংক রশিদ নম্বর ও তারিখ (মূল রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে।)] :.....

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপরি-উক্ত তথ্যসমূহ নির্ভুল ও সত্য

মোট.....ফর্দ

আবেদনের তারিখঃ.....

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান/চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা  
পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/মনোনীত প্রতিনিধির  
স্বাক্ষর ও সীল



**আবেদন ফরমের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবেঃ**

- ১। আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস ক্রয়ের মূল ব্যাংক রশিদ।
- ২। জমাকৃত জামানতের মূল ব্যাংক রশিদ/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার।
- ৩। বয়স প্রদানের সনদ (ব্যক্তি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে বয়স কমপক্ষে ২৫ বৎসর হইতে হইবে)।
- ৪। আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি।
- ৫। জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট এর সত্যায়িত প্রতিলিপি (সত্যায়নকারীর নাম ও মোবাইল নম্বরসহ)।
- ৬। ই-টিআইএন সার্টিফিকেটের অনুলিপি।
- ৭। হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক।
- ৮। ট্রেড লাইসেন্সের অনুলিপি।
- ৯। কমপক্ষে ১০ (দশ) লক্ষ টাকার বাৎসরিক আয়কর প্রদানের প্রমাণক (কর্তৃপক্ষ সময় সময় আয়করের পরিমাণ পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবেন)।
- ১০। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্য হিসেবে নিবন্ধন পত্র (যেমন: এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ বা অনুরূপ ব্যবসায়িক সংগঠন বা সমিতি ইত্যাদি)।
- ১১। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (Office of the Registrar of Joint Stock Companies and Firms) বা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Investment Development Authority) বা সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধিত হইবার স্বপক্ষে হালনাগাদ প্রত্যয়নপত্র।
- ১২। শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, উৎপাদন ক্ষমতা এবং ন্যূনতম ভূমির চাহিদার বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধনপত্র।
- ১৩। ভ্যাট নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র।
- ১৪। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্য কোনো দলিলাদি।

**বিঃ দ্রঃ-(১) আবেদনকারীকে অবশ্যই জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের অনুরূপ স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।**

(২) আবেদন ফরমের সহিত প্রসপেক্টাসে বর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারীকে দাখিলকৃত আবেদন ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্রের অনুলিপি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

তফসিল-৪  
[বিধি ১৮ (১) দ্রষ্টব্য]



রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
[www.rajuk.gov.bd](http://www.rajuk.gov.bd)

রাজউকের.....প্রকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক প্লট বরাদ্দের আবেদন ফরম

ক্যাটাগরি

ক্রমিক নম্বর

আবেদনকারীর পাসপোর্ট  
সাইজের সত্যায়িত ০২  
(দুই) কপি সাম্প্রতিক  
রাঙিন ছবি

- ১। চালুকৃত/প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নাম : .....
- ২। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রধান/চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাম  
(ইংরেজিতে) : .....
- (বাংলায়) : .....
- ৩। বর্তমান ঠিকানা  
(ইংরেজিতে) : .....
- (বাংলায়) : .....
- ৪। স্থায়ী ঠিকানা  
(ইংরেজিতে) : .....
- (বাংলায়) : .....
- ৫। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ফোন নম্বর : .....
- ৬। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের জামানতের অর্থ ফেরত গ্রহণকারী ব্যাংকের তথ্য:  
ব্যাংক হিসাব নম্বর : .....
- ব্যাংক : .....
- শাখা : .....
- Swift Code No. : .....
- Routing No. : .....

(জামানতের অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে)।

- ৭। কি ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী :.....  
তাহার বিস্তারিত বিবরণ (অতিরিক্ত .....  
পৃষ্ঠা সংযোজন করা যাইতে পারে) .....
- ৮। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সরকারি :.....  
সংস্থার নিবন্ধন সনদ (প্রযোজ্য .....  
ক্ষেত্রে অনুমোদনের অনুলিপি সংযুক্ত .....  
করিতে হইবে) .....
- ৯। প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ :.....  
(চালুকৃত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে .....  
এবং..... অর্থ বৎসরের অডিট .....  
প্রতিবেদন মোতাবেক) .....

১০। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে এবং তথ্যাদির সর্মথনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে:

- ক. প্রতিষ্ঠান প্রধানের যোগ্যতা : .....
- খ. প্রশাসনিক যোগ্যতা : .....
- গ. বর্তমান পেশার ধরণ : .....
- ঘ. বাৎসরিক আয় : .....
- ঙ. আয়ের উৎস (দেশী/বিদেশী) : .....
- [অর্থ প্রাপ্তির উৎস যদি কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/বিদেশী সাহায্য সংস্থার হয় তবে তাহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তি/Deed of Agreement এর অনুলিপি দাখিল করিতে হইবে]
- চ. পূর্ব অভিজ্ঞতা : .....
- ছ. নাগরিকত্ব : .....
- জ. প্রতিষ্ঠান প্রধান/চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ই-টিআইএন: (... ..কর বৎসরের/হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক এবং আইটি ১০বি এর সার্টিফাইড কপি দাখিল করিতে হইবে।)
- ঝ. হাসপাতালের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে এবং তথ্যাদির সর্মথনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে:

(ক) চালুকৃত হাসপাতালের ক্ষেত্রে:

১. বর্তমান ইউনিট সংখ্যা : .....
২. বর্তমান বেড সংখ্যা : .....
৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের রেটিং সংক্রান্ত তথ্যঃ.....
৪. অর্থ প্রাপ্তির উৎস (দেশী/বিদেশী) : .....

(অর্থ প্রাপ্তির উৎস যদি কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/বিদেশী সাহায্য সংস্থা হয় তবে তাহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তিনামা (Deed of Agreement) এর অনুলিপি দাখিল করিতে হইবে)

৫. প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট নিবন্ধন/ই-টিআইএন: .....

৬. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদনের প্রমাণপত্র: .....
৭. বিশেষজ্ঞ ও রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের তালিকা: .....
৮. রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের সংখ্যা (বিএমডিসি কর্তৃক নিবন্ধিত) : .....

খ) প্রস্তাবিত হাসপাতালের ক্ষেত্রে:

১. প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম : .....
২. বর্তমান পেশার বিবরণ : .....
৩. বাৎসরিক আয় : .....
৪. প্রতিষ্ঠান প্রধান/চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের টিআইএন: .....
- (.....কর বৎসরের/হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক এবং আইটি ১০বি এর সার্টিফাইড কপি দাখিল করিতে হইবে।)
৫. প্রস্তাবিত হাসপাতালের বেড সংখ্যা, ইউনিট সংখ্যা, ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংবলিত পরিকল্পনার প্রজেক্ট প্রোফাইল সংযুক্ত করিতে হইবে।
৬. হাসপাতাল পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে কিনা: .....
৭. হাসপাতাল স্থাপনের আয়ের উৎস (দেশি/বিদেশি): .....
- (অর্থ প্রাপ্তির উৎস যদি কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/বিদেশি সাহায্য সংস্থা হয় তবে তাহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তিনামা (Deed of Agreement) এর অনুলিপি দাখিল করিতে হইবে)
৮. বিশেষজ্ঞ ও রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের তালিকা
৯. বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত Joint Venture (JV) এর ক্ষেত্রে Deed of Agreement এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর নিবন্ধনের অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

১১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংবলিত প্রজেক্ট প্রোফাইল সংযুক্ত করিতে হইবে

১২। ক্যাটাগরি: (সংশ্লিষ্ট ঘরে স্বাক্ষর প্রদান করুন, একাধিক ঘরে স্বাক্ষর করিলে আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে)

১।	(ক) সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের কার্যালয়	৬।	(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
২।	(গ) হাসপাতাল	৭।	(ঘ) সরকার নিবন্ধিত সামাজিক সংগঠন/ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান/ ক্লাব/ সমিতি/ পেশাজীবী সংগঠন
৩।	(ঙ) প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	৮।	(চ) ধর্মীয় উপাসনালয়
৪।	(ছ) এতিমখানা	৯।	(জ) প্রবীণ নিবাস
৫।	(ঝ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নির্মিত প্রতিষ্ঠান	১০।	(ঞ) ডে-কেয়ার সেন্টার

১৩। অতিরিক্ত তথ্য (অতিরিক্ত পৃষ্ঠা সংযোজন করা যাইবে)



১৪। আবেদন ফরমের সহিত সংযুক্ত পত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে

১৫। ভূমি দখল প্রাপ্তির ৪(চার) বৎসরের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান চালু করিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান চালু না করা হইলে বরাদ্দকৃত প্লট বাতিল করা যাইবে, এই মর্মে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প অঙ্গীকারনামা দাখিল করিতে হইবে।

১৬। আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস ক্রয়ের মূল রশিদ নম্বর: .....

১৭। চেয়ারম্যান, রাজউক বরাবরে জমাকৃত জামানত এর পে অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নম্বর: .....

(ক) বাংলাদেশী মুদ্রায় জামানতের টাকা চেয়ারম্যান রাজউকের অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট আকারে জমা করিবার ব্যাংক রশিদ নম্বর.....

(খ) বিদেশি মুদ্রায় জামানতের অর্থ (মার্কিন ডলার/ইউরো) [চেয়ারম্যান, রাজউক এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/টিটি/ডিডি আকারে জমা করিবার ব্যাংক রশিদ নম্বর ও তারিখ (মূল রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে)] : .....

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপরি-উক্ত তথ্যসমূহ নির্ভুল ও সত্য।

মোট.....ফর্দ।

আবেদনের তারিখঃ.....

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রধান/চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা  
পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/মনোনীত প্রতিনিধির  
স্বাক্ষর ও সীল

আবেদন ফরমের সহিত নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে (প্রয়োজ্যতা অনুযায়ী):

- ১। আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস ক্রয়ের মূল ব্যাংক রশিদ।
- ২। জমাকৃত জামানতের মূল ব্যাংক রশিদ/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার।
- ৩। বয়স প্রদানের সনদ (ব্যক্তি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে বয়স কমপক্ষে ২৫ বৎসর হইতে হইবে)।
- ৪। আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঞ্জন ছবি।
- ৫। জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট এর সত্যায়িত প্রতিলিপি (সত্যায়নকারীর নাম ও মোবাইল নম্বরসহ)।
- ৬। ই-টিআইএন সার্টিফিকেটের অনুলিপি।
- ৭। হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক।
- ৮। ট্রেড লাইসেন্সের অনুলিপি।

- ৯। কমপক্ষে ১০ (দশ) লক্ষ টাকার বাৎসরিক আয়কর প্রদানের প্রমাণক (কর্তৃপক্ষ সময় সময় আয়করের পরিমাণ পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবেন)।
- ১০। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্য হিসেবে নিবন্ধন পত্র (যেমন: এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ বা অনুরূপ ব্যবসায়িক সংগঠন বা সমিতি ইত্যাদি)।
- ১১। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (Office of the Registrar of Joint Stock Companies and Firms) বা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Investment Development Authority) বা সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধিত হইবার স্বপক্ষে হালনাগাদ প্রত্যয়নপত্র।
- ১২। ভ্যাট নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র।
- ১৩। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্য কোনো দলিলাদি।

- বিঃ দ্রঃ-(১) আবেদনকারীকে অবশ্যই জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের অনুরূপ স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।
- (২) আবেদন ফরমের সহিত প্রসপেক্টাসে বর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে হইবে।
  - (৩) আবেদনকারীকে দাখিলকৃত আবেদন ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্রের অনুলিপি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

তফসিল-৫  
[বিধি ২০ (৩) দ্রষ্টব্য]



রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
[www.rajuk.gov.bd](http://www.rajuk.gov.bd)

রাজউকের..... আবাসিক এলাকায় ফ্ল্যাট বরাদ্দের আবেদন ফরম

ফ্ল্যাটের আয়তন..... বর্গফুট

ক্রমিক নম্বর

আবেদনকারীর পাসপোর্ট  
সাইজের সত্যায়িত ০২  
(দুই) কপি সাম্প্রতিক  
রঙিন ছবি

- ১। আবেদনকারীর নাম (বাংলায়) : .....
- (ইংরেজিতে) : .....
- ২। (ক) পিতার নাম (বাংলায়) : .....
- (ইংরেজিতে) : .....
- (খ) মাতার নাম (বাংলায়) : .....
- (ইংরেজিতে) : .....
- ৩। স্বামী/স্ত্রীর নাম (বাংলায়) : .....
- (ইংরেজিতে) : .....
- ৪। জন্ম তারিখ [এস.এস.সি./সমমানের সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট অনুযায়ী] : .....
- ৫। বয়স (আবেদনের শেষ তারিখ অনুযায়ী) : .....
- ৬। আবেদনকারীর (নিজ নামে) ব্যাংকের হিসাব নম্বর : .....
- ব্যাংক : .....
- শাখা : .....
- Swift Code No : .....
- Routing No : .....

- ৭। ক) বর্তমান ঠিকানা (বাংলায়) : .....
- খ) বর্তমান ঠিকানা (ইংরেজিতে) : .....
- ৮। মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল : .....

৯। (ক) স্থায়ী ঠিকানা (বাংলায়) : .....

.....

(খ) স্থায়ী ঠিকানা (ইংরেজিতে):.....

.....

১০। পেশা : .....

১১। পেশার বিবরণ (আবেদনকারী প্রযোজ্য অংশ পূরণ করিবেন)

(ক) পদের নাম (চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে) : .....

(খ) অফিস/সংস্থার নাম ((চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে) : .....

(গ) ট্রেড লাইসেন্স এর নম্বর ও তারিখ : .....

(ঘ) অন্যান্য : .....

১২। ই-টিআইএন নম্বর : .....

১৩। হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক : .....

১৪। (ক) আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস ক্রয়ের মূল রশিদ নম্বর ও তারিখ (মূল রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে।

: .....

(খ) চেয়ারম্যান, রাজউক হিসাব বরাবরে জমাকৃত বাংলাদেশী মুদ্রায় জামানতের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/ডিডি নম্বরঃ

.....

(গ) বিদেশী মুদ্রায় জামানতের অর্থ (মার্কিন ডলার/ইউরো) [চেয়ারম্যান, রাজউক এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/টিটি/ডিডি আকারে জমা করিবার ব্যাংক রশিদ নম্বর ও তারিখ (মূল রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে।)] :

.....

১৫। আমি অঙ্গিকার করিতেছি যে, ক্রমিক নম্বর ১ হইতে ১৪ পর্যন্ত তথ্যসমূহ নির্ভুল ও সত্য।

মোট ..... ফর্দ।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ : .....



আবেদন ফরমের সহিত নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী):

- ১। আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস ক্রয়ের মূল ব্যাংক রশিদ।
- ২। জমাকৃত জামানতের মূল ব্যাংক রশিদ/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার।
- ৩। বয়স প্রদানের সনদ (ব্যক্তি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে বয়স কমপক্ষে ২৫ বৎসর হইতে হইবে)।
- ৪। আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঞ্জন ছবি।
- ৫। জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট এর সত্যায়িত প্রতিলিপি (সত্যায়নকারীর নাম ও মোবাইল নম্বরসহ)।
- ৬। ই-টিআইএন সার্টিফিকেটের অনুলিপি।
- ৭। হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক।
- ৮। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্য কোনো দলিলাদি।

বিঃ দ্রঃ-(১) আবেদনকারীকে অবশ্যই জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের অনুরূপ স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।

(২) আবেদন ফরমের সহিত প্রসপেক্টাসে বর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারীকে দাখিলকৃত আবেদন ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্রের অনুলিপি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

তফসিল-৬  
[বিধি ২৪ দ্রষ্টব্য]

রাজউকের আওতাধীন ভূমি, আবাসিক প্লট, বাণিজ্যিক প্লট, বাণিজ্যিক স্পেস, শিল্প প্লট ও ফ্ল্যাটের হস্তান্তর মূল্য, হস্তান্তর ফি, আমমোক্তারনামা ফি, নামজারি ফি, রূপান্তর, জরিমানা, ইত্যাদি

১. হস্তান্তর মূল্যঃ

(ক) আবাসিক এলাকা:

ক্রমিক নম্বর	এলাকার নাম	হস্তান্তর/বরাদ্দ মূল্য (প্রতি কাঠা) (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	গুলশান, বনানী ও বারিধারা	৫০,০০,০০০/-
২।	বাডডা, গেভারিয়া, শ্যামপুর, জুরাইন এবং আইজি বাগান পুনর্বাসন এলাকা	১০,০০,০০০/-

(খ) বাণিজ্যিক এলাকাঃ

ক্রমিক নম্বর	এলাকার নাম	হস্তান্তর/বরাদ্দ মূল্য (প্রতি কাঠা) (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	গুলশান, বনানী, দিলকুশা, নর্থ সাউথ রোড, মতিঝিল এবং মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা	১,৮০,০০,০০০/-
২।	কাওরান বাজার, শাহবাগ, বাংলা মটর, পান্থপথ এবং কাকরাইল বাণিজ্যিক এলাকা	১০,০০,০০০/-
৩।	সায়দাবাদ, পোস্টোগোলা, গেভারিয়া, নারায়ণগঞ্জ এবং বাড্ডা বাণিজ্যিক এলাকা	৬০,০০,০০০/-

(গ) শিল্প এলাকাঃ

ক্রমিক নম্বর	এলাকার নাম	হস্তান্তর/বরাদ্দ মূল্য (প্রতি কাঠা) (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	শ্যামপুর, কদমতলী, পোস্টোগোলা এবং জুরাইন শিল্প এলাকা	৮,০০,০০০/-

(ঘ) ইমারত (আবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্প ইমারত):

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	প্রতি বর্গফুট (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	ইমারত	১,৫০০/-
২।	আধাপাকা (শিল্প ইমারত)	৮০০/-
৩।	ন্যাম ফ্ল্যাট	২,৫০০/-

২। হস্তান্তর ফি:

(ক) আবাসিক:

ক্রমিক নম্বর	এলাকার নাম	প্রতি কাঠা হস্তান্তর ফি (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	গুলশান, বনানী ও বারিধারা	(ক) ২,০০,০০০/- (ইমারতসহ) (খ) ২,২০,০০০/- (খালি প্লট)
২।	বাড্ডা, গেভারিয়া, শ্যামপুর, জুরাইন এবং আইজি বাগান পুনর্বাসন এলাকা	১ম বার (ক) ৩০,০০০/- (ইমারতসহ) (খ) ৫০,০০০/- (খালি প্লট) ২য় বার: (ক) ৮০,০০০/- (ইমারতসহ) (খ) ১,০০,০০০/- (খালি প্লট)

(খ) বাণিজ্যিক এলাকাঃ

ক্রমিক নম্বর	এলাকার নাম	হস্তান্তর/বরাদ্দ মূল্য (প্রতি কাঠা)
(১)	(২)	(৩)
১।	সকল বাণিজ্যিক এলাকা	(ক) রাজউক নির্ধারিত মূল্যের উপর ১০% (ইমারতসহ) (খ) রাজউক নির্ধারিত মূল্যের উপর ১০% এবং ২০,০০০/- (খালি প্লট)
২।		(ক) রাজউক নির্ধারিত মূল্যের উপর ৫% (ইমারতসহ) (খ) রাজউক নির্ধারিত মূল্যের উপর ৫% এবং ২০,০০০/- (খালি প্লট)

## (গ) শিল্প এলাকাঃ

ক্রমিক নম্বর	এলাকার নাম	হস্তান্তর/বরাদ্দ মূল্য(প্রতি কাঠা) (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	শ্যামপুর ও কদমতলী শিল্প এলাকা	(ক) ৩২,০০০/- (ইমারতসহ) (খ) ৫২,০০০/- (খালি প্লট)
২।	পোস্তুগোলা ও জুরাইন শিল্প এলাকা	(ক) ৪০,০০০/- (ইমারতসহ) (খ) ৬০,০০০/- (খালি প্লট)

## (ঘ) ইমারতঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	প্রতি বর্গফুট (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	ইমারত (আবাসিক)	১০০/-
২।	ইমারত(বাণিজ্যিক)	২০০/-

বিঃদ্র: (১) ইমারতসহ প্লট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্লট ও ইমারতের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হস্তান্তর ফি আদায়যোগ্য।  
(২) এক জনের নামে হস্তান্তরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ০৬(ছয়) মাস পর অন্য নামে হস্তান্তর করিলে পুনরায় হস্তান্তর ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

## ৩। আম-মোক্তারনামা গ্রহণ ও বাতিল ফি:

ক্রমিক নম্বর	এলাকার নাম	প্রতি কাঠা (টাকা)	প্রতি বর্গফুট (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	গুলশান, বনানী ও বারিধারা	৫,০০০/-	-
২।	সকল পুনর্বাসন এলাকা	২,৫০০/-	-
৩।	ইমারত (আবাসিক)	-	১০/-
৪।	ইমারত (বাণিজ্যিক)	-	২০/-



## ৪। নামজারি ফিঃ

ক্রমিক নম্বর	এলাকার নাম	টাকার পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১।	আবাসিক প্লট	১০,০০০/-
২।	বাণিজ্যিক ও শিল্প প্লট	২৫,০০০/-
৩।	আবাসিক ফ্ল্যাট	৭,০০০/-
৪।	বাণিজ্যিক ফ্ল্যাট	১৫,০০০/-

## ৫। ডকুমেন্টেশন ফিঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১।	প্লট	২,০০০/-
২।	ইমারত	প্রতি ১০০ বর্গফুটের জন্য ১০০/- এবং খন্ডিত অংশের জন্য ১০০/-

## ৬। জরিমানাঃ

ক্রমিক নম্বর	বিধিমালার বিধান	জরিমানার পরিমাণ (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	আবাসিক প্লটে ইজারা দলিল অনুসারে নির্ধারিত সময়ে ইমারত নির্মাণ না করিলে [বিধি ৯ (২)]	প্রতি বৎসরে প্রতি কাঠার জন্য ১০,০০০/-
২।	বাণিজ্যিক প্লটে ইজারা দলিল অনুসারে নির্ধারিত সময়ে ইমারত নির্মাণ না করিলে [বিধি ১৩ (৮)]	নির্ধারিত মূল্যের উপর প্রতি বৎসরের জন্য ১% হারে
৩।	শিল্প প্লটে ইজারা দলিল অনুসারে নির্ধারিত সময়ে ইমারত নির্মাণ না করিলে [বিধি ১৫ (৭)]	নির্ধারিত মূল্যের উপর ০.৭৫% হারে প্রতি বৎসরের জন্য এবং প্রতি কাঠা ৪,০০০/- হারে অতিরিক্ত।
৪।	নির্ধারিত সময়ে হস্তান্তর ফি পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বা হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রি করিতে ব্যর্থ হইলে	(ক) হস্তান্তর ফি এর ক্ষেত্রে প্রতি বৎসরের জন্য ৫,০০০/-; (খ) খন্ডিত অংশের জন্য টাকা-৫,০০০/-; (গ) প্রচলিত হারে ব্যাংক সুদ আদায়যোগ্য; এবং (ঘ) দলিল রেজিস্ট্রির ক্ষেত্রে হস্তান্তর ফি পরিশোধ থাকিলে শুধু জরিমানা আদায়যোগ্য হইবে।

## ৭। আবাসিক প্লট বাণিজ্যিক প্লটে রূপান্তর ফিঃ

ক্রমিক নম্বর	এলাকার নাম	প্রতি কাঠা (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	গুলশান ও বনানী	৫০,০০,০০০/-
২।	উত্তরা আবাসিক এলাকা	৩০,০০,০০০/-

## ৮। আবাসিক প্লট অ-আবাসিক প্লটে রূপান্তর ফি:

ক্রমিক নম্বর	এলাকার নাম	প্রতি কাঠা (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	বনানী ১১ নম্বর রোড	৩০,০০,০০০/-
২।	উত্তরা আবাসিক এলাকা (অনুমোদিত রাস্তা)	১৫,০০,০০০/-

## ৯। বিবিধঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১।	প্লট একত্রীকরণ ফি	একত্রীকরণকৃত প্লটের মোট হস্তান্তর ফি এর ৫০%
২।	কমিশন ফি	(১) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে ১০,০০০/- (২) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাহিরে ২৫,০০০/-
৩।	নাম পরিবর্তন ফি	১০,০০০/-
৪।	বরাদ্দপত্র, দখলপত্র, হস্তান্তর/ দান/ বন্টন, অনুমতিপত্র এবং নামজারি পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহ	২,০০০/- (প্রতি কপি)

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

যুগ্মসচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।  
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,  
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd